Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ মে, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৯ মে, ২০১৪ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১

বর্ধমান শহরে ভোটের নামে প্রহসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল : বর্ধমান পুরসভা নির্বাচনে শাসক দল যে সমস্ত বুথেই ছাপ্পা ভোট করেছিলো এই অভিযোগ প্রমাণিত হলো লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে। বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে এসেছে। গত পুরসভা নির্বাচনে ৩৫টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের চেয়ে ১,১০, ৩৩২ ভোটে এগিয়ে ছিলো তৃণমূল। এবার লোকসভা ভোটে ৩৫টি ওয়ার্ডে বামফ্রন্টের সঙ্গে তৃণমূলের ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৩৮৮। আট মাস আগে পুরভোটে তৃণমূল ৩৫টি ওয়ার্ডে পেয়েছিল ১,৪১,২৬৬ ভোট। এবার তৃণমূল পেয়েছে ৮৫,২৩৪ ভোট। এবারও বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯৪টি বুথের মধ্যে ৩০টি বুথ পুলিশের সামনেই ছাপ্পা মারে বলে অভিযোগ করেন সি পি আই(এম) প্রার্থী সাইদুল হক। অনেক কেন্দ্রে বামফ্রন্টের এজেন্টকে ভয় দেখিয়ে বার করে দেওয়া হয়। এছাড়া ১০ শতাংশ মতো প্রতিটি বুথে সি পি আই(এম) কমিটেড বাড়ি অবরোধ করে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে ভোটার স্লিপ কেড়ে নিয়ে অনুপস্থিত ভোটারদের ভোট দিয়েছে তৃণমূলিরা।

তবুও ২৯৪টি বুথের মধ্যে ৩৬টি বুথে তৃণমূল হেরেছে। বামফ্রন্ট জিতেছে ৯টি বুথে। মাত্র আটমাস আগে ১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিলো ৬৭০৩। সন্ত্রাস সত্ত্বেও তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৯৫। বর্ধমান পুরসভার পুরপতির ওয়ার্ডে ভোট অনেক কমেছে। ১০নং ওয়ার্ডের পরেশ সরকারের ওয়ার্ডেও ব্যবধান কমেছে। উপপুরপতি খান্দেকার শাহিদুল্লার ২৬নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের ব্যবধান ছিল ৩৭১২। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৭২। ৩৩ নং ওয়ার্ডে পুরপিতা পরিষদ সদস্য অরূপ দাসের ব্যবধান অনেকটাই কমেছে। আবার যেটুকু ব্যবধান ধরে রাখতে পেরেছে তা বামফ্রন্ট এবং বিজেপি ভোট কাটাকাটির অঙ্কে তৃণমূল সুবিধা পেয়েছে।

এছাড়া শহরের বুথভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যেখানে বিরোধীরা এজেন্ট দিয়ে ভোটটা করাতে পেরেছে সেখানে বামফ্রন্টের ফলাফল তুলনামূলক ভালো। যেখানে তৃণমূল ছাপ্পা অথবা বুথ ক্যাপচার করতে পেরেছে সেখানে বামফ্রন্টের অনেক ভোট কমেছে। যেমন ৯০ নং বুথে বামফ্রন্ট পেয়েছে মাত্র ২১টি ভোট, সেখানে তৃণমূল পেয়েছে ১০১টি ভোট, বিজেপি পেয়েছে ১১৩টি ভোট। ১০৭ নং বুথে বামফ্রন্ট ৩৫, তৃণমূল ১৯৪, বিজেপি ২৪৮। ১৪৮ নং বুথে বামফ্রন্ট ৩৬, তৃণমূল ২৮৯, বিজেপি ১০১। ২০৬ নং বুথে বামফ্রন্ট ৪৮, তৃণমূল ২১৫, বিজেপি ১২৭টি। অথচ গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে যে ভোট হয়েছিল তাতে উক্ত বুথগুলিতে বামফ্রন্ট তৃণমূলি ঝড়েও ভালো ভোট পেয়েছিলো।

গত পুরসভা নির্বাচনে সন্ত্রাসের মুখ দাঁড়িয়ে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। লোকসভায় কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনের আওতায় ভোট হবে বলে আশায় বুক বেঁধেছিল। তাকেও প্রহসনে পরিণত করে শাসক দল এবং নির্বাচন কমিশনার। তাহলে ভোটাধিকারও টিকে থাকবে শাসক দলের আনুগত্যে, উঠছে প্রশ্ন।

ভোট পর্বের পরেও তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ মে : 'বদলা নয় বদল চাই' শ্লোগানের মুখ্যমন্ত্রী একদিকে দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দিচ্ছেন হাসিমুখে ভোটারদের বাড়ি যেতে, অন্যদিকে ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। বিজয় মিছিল না করার নির্দেশ দিলেও এলাকায় এলাকায় মিছিল অব্যাহত। এই মিছিল থেকেই সি পি আই(এম) অফিস দখল, ভেঙে দেওয়া এবং কর্মীদের ওপর আক্রমণ ভোটের আগে, ভোটের দিন এবং ভোটের পরেও সমানে চলছে। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ নিচুতলার কর্মীরা কি মানছেন না? না মানুষের কাছে এক বার্তা, দলের কাছে অন্য বার্তা—উঠছে প্রশ্ন।

ভোটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যের সঙ্গে জেলাতেও তৃণমূলি তাণ্ডব শুরু হয় এবং এখনও তা চলছে। ফল বেড়ানোর পর রাত ৯টা নাগাদ সগড়াই -এ রায়না ও খণ্ডঘোষ জোনাল অফিস ভাঙচুর করে তৃণমূল বাহিনী। অফিসের কাগজপত্র, টাকা পয়সা সব লুট করে। ঐ এলাকার সমস্ত গ্রামের বামপন্থী মানুষরা ভয়ে, আতঙ্কে রয়েছে। মোমরেজপুরে সি পি আই(এম) কর্মীদের ওপর হামলা চালায়।

পলেমপুর আঞ্চলিক অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই দিনে ভাতাড়, বর্ধমান সদর, বর্ধমান শহর, মন্তেশ্বর, গলসি যেখানেই বামপন্থীরা একটু বেশি ভোট পেয়েছে সেখানেই নেমে এসেছে তৃণমূলি তাণ্ডব। মন্তেশ্বরের বড় পলাশন ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সি পি আই কর্মীকে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। মৃতের নাম কাজল মল্লিক(৪৫)। এদিন বিকেলে ১০-১২ জন তৃণমূল দুষ্কৃতী চড়াও হয় কাজল মল্লিকের বাড়িতে। তাঁকে বাড়ির লোকের সামনেই লাঠি, রড দিয়ে পিটিয়ে মারে। পুলিশকে খবর দিলেও পুলিশ দেরিতে আসে। ততক্ষণে কাজল মল্লিক মারা যায়। এখনও কাউকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বর্ধমান শহরে অনেকেই বাড়ি ছাড়া। সদরের রায়ানেও বাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা।

ফলপ্রকাশের পরের দিনও হিংসা থামা তো দূরের কথা। বরং মুখ্যমন্ত্রীর সাংসদদের সভা করার পর মাত্রা আরও বেড়েছে। ১৭ মে পানাগড়ে সি পি আই(এম) কাঁকসা জোনাল অফিস ভাঙচুর করে। প্রতিহত করে এলাকার মানুষ।

সাতগাছিয়া সি পি আই(এম) অফিসে আক্রান্ত হন নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী। ৪জন দুষ্কৃতী গণেশ দালাল, গুরুপদ, নিমাই ও রাজকুমার সশস্ত্র অবস্থায় হামলা করে অফিসের ভিতর তাপস চ্যাটার্জীকে। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমানে এক নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। তাঁকে দেখতে যান সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার,

অরিন্দম কোঙার, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সুকান্ত কোঙার, আইনুল হক, চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ, অশোক ব্যানার্জী প্রমুখ।

এফ আই আর করা সত্ত্বেও এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ভাতার থানার রতনপুরে বামপন্থীকর্মী কেষ্ট লোহারের বাড়িতে তৃণমূলিরা আগুন লাগিয়ে দেয়। কাশীপুর গ্রামে বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা। গ্রামের মানুষ তাড়া করলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

১৯ মেও চলে তৃণমূলি তাণ্ডব। ভাতাড়ের খুড়ুল গ্রামে গরিব পাড়ায় হামলা চালায় তৃণমূলিরা। সাবিনি বাগের হাত ভেঙে দেওয়া হয়। আহত হন অর্চনা মণ্ডল, পার্বতি বাগ, রূপা বাগ, দীপালি বাগ। এদের অপরাধ ভোটের দিন তৃণমূলিদের ভোট লুটে বাধা দিয়েছিলেন। বড়বেলুন গ্রামে সি পি আই(এম) লোকাল কমিটির সদস্য রমেশ পাঁকড়ের বাড়ি ভাঙচুর করে তৃণমূলিরা। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

১৯ মে বারাবনি কল্যাণগ্রাম এলাকায় বামপন্থীদের বাড়ি বেছে বেছে তৃণমূল হামলা চালায়। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় জানা, সঞ্জয় জানাকে মারধোর করা হয়। তৃপ্তি মুখার্জী, সোমনাথ দাসের বাড়িতে বোমা মারা হয়। থানায় অভিযোগ জানালেও এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

কাঁকসা জোনাল অফিসে আবার আক্রমণ চালায় এদিন তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। এই নিয়ে তিন তিনবার আক্রমণ চালালো। এদিন জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সমর হাজরার বাড়িতেও আক্রমণ করা হয়।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন : একটি বিশেষ প্রতিবেদন

সুনামী গুপ্ত

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত। এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যম যেভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী মহোদয়কে আলোকিত করেছিল, তাদের সেই প্রয়াস সফল হয়েছে। এই দেশে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোনও রাজনৈতিক দল, শ্রীযুক্ত মোদী, তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টি, বকলমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং তাঁদের পক্ষভুক্ত এন. ডি. এ.-র শরিকরা যে উত্তুঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তার ধারে কাছেও আসতে পারেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে এমন সর্বগ্রাসী সংখ্যাগরিষ্ঠতার কিছুটা আভাষ নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ সেফোলজিস্টরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বুথ-ফেরৎ সমীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে দিলেও ফল বেরোবার পর সকলেই হতচকিত হয়ে গেছেন। বিশেষ করে কংগ্রেস দলটার হতমান দশার কথা বোধহয় তাদের অতিবড়ো শত্রুরাও অনুমান করেন নি। এর পাশাপাশি বামপন্থী দলগুলির যে শোচণিয় ফল, সে বিষয়েও অনেক অনুমান, জল্পনা কল্পনার অবসান হয়েছে। তামিলনাড়ুতে এ. আই. ডি. এম. কে, উড়িষায় বি. জে. ডি আর পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। অপরাপর আঞ্চলিক দলগুলিও জোর ধাক্কা খেয়েছে এই নির্বাচনে।

এইসব ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সর্বোচ্চ কমিটি থেকে শুরু করে একেবারে মাটি-কামড়ে পড়ে থাকা সদস্য-সমর্থকদের মধ্যে অনেক আলোচনা, মতামত-বিনিময়, ভবিষ্যতের জন্য এই ফলাফল থেকে শিক্ষা গ্রহণের কর্মসূচি প্রণয়ন ইত্যাদি চলতেই থাকবে। কিন্তু সময় থেমে থাকবে না। সবচেয়ে দ্রুতগামী হল মানুষের মন এবং এক অর্থে দুর্গমও বটে। যতই বলা হোক না কেন যে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, তবু এই ধরনের ফল যাঁরা আদৌ আশা করেননি, তাঁরা অনেকেই সিনিক হয়ে যেতে পারেন। কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট দলের নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র মতো ইউটোপীয় কল্পবিলাসী বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে কখনও অস্ফুটে, কখনও সোচ্চারে মুখর হবেন। অবশ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক যে সব দল আছে, সেগুলি সাময়িকভাবে কিছুটা মুহ্যমান, নিষ্প্রভ হলেও আবার সুবাতাসে মঞ্জরিত হয়ে উঠবে। ক্ষমতার দালালরা ওঁৎ পেতে রয়েছে। এই সুযোগকে তারা কাজে লাগাবেই।

মোদীর অভ্যুত্থানে যারা উল্লসিত, তারা মূলত দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার মালিক এবং তাদের দুনিয়া জোড়া কর্মকাণ্ডের কুশীলবেরা। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় জনগণের একটি বিরাট, বিপুল অংশ, যাদের আমরা 'সাধারণ মানুষ' বলি, তাঁরা ব্যাপকভাবে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, এবং দু-হাত ভরে তাঁর দলকে ভোটও দিয়েছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো শতাব্দী উত্তীর্ণ একটি রাজনৈতিক দল যেভাবে দ্বিতীয় ইউ.পি.এ সরকারের সময়কালে চূড়ান্ত দুর্নীতি এবং অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তার অবসান চেয়েছিল এবং সে কারণেই প্রতিশোধের সুযোগ সম্পূর্ণভাবেই এই নির্বাচনে গ্রহণ করেছে।

যাঁরা অতি সরলীকরণ করে মনে করছেন যে এই গেরুয়া ঝড়ের পেছনে বৃহৎ পুঁজির বিশেষ করে কর্পোরেট সংস্থাগুলির নিপুণ পরিচালনার ইঙ্গিত রয়েছে, যাঁরা ভাবেন যে হিন্দুত্বের অন্ধ ভাবাবেগ এবং উগ্র-জাতীয়তাবাদী শভিনিজমের উন্মত্ততায় ভেসে গিয়ে মানুষ 'হর হর মোদী, ঘর ঘর মোদী' ধ্বনি দিতে দিতে পদ্মফুলের জায়গায় বোতাম টিপেছে, তারা বোধ করি ভারতীয় জনগণের ভাবাবেগের নানা কিসিমকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। বেহাল অর্থনীতি, দুর্বিষহ মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাপক বেকার সমস্যা, কৃষিতে ভয়ঙ্কর সংকট এসবের মোকাবেলা যারা করতে পারে না, যারা নানারকম স্ক্যাম-দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে, তারা যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়, ততই ভালো। কাজেই এই দেশের হিন্দি ভাষাভাষী ব্যাপক অঞ্চল, যাকে 'গোবলয়' বলে তাচ্ছিল্য করা হয়ে থাকে, সেখানে তো বটেই, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণী ভাষাভাষী রাজ্যেও সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে সুতীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার মনোভাব নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার প্রকল্পিত নেতা নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই ভোট কারুর পক্ষে নেতিবাচক, আবার কেউ কেউ ইতিবাচক বলে ধারণা করতেই পারেন। এমন কি যাঁরা ভাবেন যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চিরাচরিতভাবে কংগ্রেসের ভোট-ব্যাঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত, এই নির্বাচনে তাদেরও একটা অংশ নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করেছেন। গুজরাটের দাঙ্গার স্মৃতি ক্রমক্ষীয়মান, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ মুলায়মদের রাজত্বের দাঙ্গা এখনও দগদগে ঘায়ের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, সংশয় এবং ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে রেখেছে। তাঁরা কি একটা ক্ষয়িষ্ণু শক্তির প্রতিভূদের পক্ষে থাকবেন? এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যে বিশাল মজুত বেকারবাহিনী, যাদের চোখে মোদীর গুজরাট মডেলের স্বপ্ন-মায়ার কাজল পরানো হয়েছে, তারা তো ভাবতেই পারে যে মোদী ক্ষমতায় এলে তাদের কর্মসংস্থান হতেই পারে। প্রাজ্ঞজানেরা যাঁরা অর্থনীতি সমাজনীতি ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদির জারকরসে সদাসর্বদা নিমজ্জিত থাকেন, তাঁরা ভাবছেন যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মোদী এবং তার দল ক্ষমতায় বসতে পারলে হয়তো বা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে এবং একটা শান্তি-সুস্থিতি ফিরে আসতে পারে। অতএব, ভারতীয় জনতাপার্টিকে ভোটদানে তাঁরাও কোন ছুৎমার্গ খুঁজে পান নি।

পশ্চিমবাংলার নির্বাচন রক্তাক্ত এবং কুৎসিত দানবীয় ষড়যন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছে। কোনও ভাবেই এই ফলাফলকে স্বাভাবিক বলা যায় না। গত শতকের সাতের দশকের আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের অপশক্তি আজ এই রাজ্যের বুকে নয়া ফ্যাসিবাদকে ডেকে এনেছে। এখানকার শাসকদল, তার প্রশাসন, গুণ্ডাবাহিনী, সর্বোপরি নির্বাচন-আয়োগের কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজসে নির্বাচনের নামে একটি কুনাট্যের প্রহসন রচিত হয়েছে।

নতুন চিঠি

১৯ মে, ২০১৪

কেন এমন হলো!

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে পৌঁছোতে না পারলেও আসন-সংখ্যার বিচারে ভারতভূমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেই নিজের অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আর আসন সংখ্যার বিচারে না হলেও ভোটের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বিজেপি বিস্ময়করভাবে নিজেকে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় নিজেকে তুলে এনে তৃণমূল ও বামফ্রন্টের ভোটের হিসেবকে এলোমেলো করে দিয়েছে। সন্ত্রাস ও পরিকল্পিত ছাপ্পা ভোটের মাধ্যমে আসন-সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস তার আধিপত্য কায়েম করতে পারলেও তাকে অনেক ভোট হারাতে হয়েছে। আর বামফ্রন্টকে এতটাই ভোট হারাতে হয়েছে যে তার আসন সংখ্যা নেমে এসেছে দুই-এ।

বিজেপি-র এই অভাবনীয় নির্বাচনী সাফল্য ভারতের ভবিষ্যতকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা নিয়ে জনমনে আশা ও আশঙ্কা দুই-ই কাজ করছে। আশঙ্কাই প্রবলতর, কেননা পূর্ববর্তী বাজপেয়ী সরকারের সঙ্গে আগামী মোদী সরকারের একটা বড় পার্থক্য ঘটবে মোদীজির প্রত্যক্ষ আর এস এস সংসর্গে এবং গুজরাটের বীভৎস দাঙ্গায় তাঁর ও তাঁর সরকারের ভূমিকার নিরিখে। বৃহৎ পুঁজির আশীর্বাদ ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বিজেপি-র এই বিরাট উত্থান আগামী দিনের রাজ্য-রাজনীতিকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাও যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ।

আশঙ্কার কারণ বিশেষত বামপন্থীদের কাছে। কেননা তাদের ভোটেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ চলে গেছে বিজেপি-র দিকে। কেন এমনটা হতে পারলো তার জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, গভীর ও আন্তরিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন, বিশেষত মুখ্য বাম দল সি পি আই(এম)-এর। খোলা মনে সহিষ্ণুতার সঙ্গে মানুষের ও সকল স্তরের কর্মীদের ভালো-মন্দ সমস্ত অভিমত শুনতে এবং জানতে হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে কেবল কেন্দ্রিকতাকেই মূলধন করে এক অনড় নেতৃত্বের হুকুমদারিতে পরিণত হয়েছে কিনা বস্তুনিষ্ঠভাবে তা দেখতে হবে। দেখতে হবে কমিউনিজমের মতো এক বিরাট আদর্শের ধারক একটি পার্টির রাজনীতি কার্যত কেবল ক্ষমতার সংকীর্ণ রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে কিনা, নতুন উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ঠিকমতো অনুসৃত হয়েছে কি-না, নেতৃত্বের এবং সেই সঙ্গে পার্টিকর্মীদের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ মানুষের প্রত্যাশাকে আঘাত করে তাদের বিরূপ করে তুলছে কি-না। সবচেয়ে বড় কথা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শুধু মুখের কথায় নয়, সক্রিয়ভাবে নিজেকে সংশোধিত করে উপযুক্ত কমিউনিস্ট হয়ে উঠতে হবে। এই কঠিন কাজে সাফল্যের পরেই মূলত নির্ভর করবে আগামী দিনে জনগণের আস্থা পুনরর্জনের সম্ভাবনা।

প্রয়াত শক্তিপদ ভট্টাচার্য

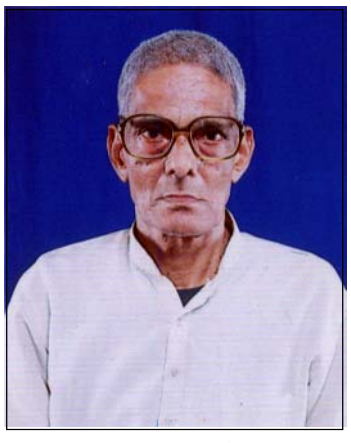

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : চলে গেলেন শক্তিপদ ভট্টাচার্য। বয়স হয়েছিল ৮২। ১৯৫৬ সালে সি পি আই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। সাঁইবাড়ি সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার হন। প্রায় দেড় বছর কারাবাস জীবন। গত ১৫ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মরদেহ নিয়ে আসা হয় সি পি আই(এম) ২ নম্বর লোকাল কমিটির অফিসে। ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেতৃবৃন্দ। জেলা সম্পাদক, অমল হালদার, আইনুল হক, তাপস সরকার, সাইদুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জী, অধিক্রম সান্যাল, দিলীপ দুবে প্রমুখ। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পার্টির প্রবীণ নেতা বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, মদন ঘোষ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাঁর পরিবারের প্রতি জানিয়েছেন সমবেদনা। তাঁর পরিবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এক পুত্র পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী।

উনিশ ও আমরা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

উনিশে মে বহিঃআসামে ততটা পরিচিত না হলেও একুশে ফেব্রুয়ারির মতো এই দিনটি একইরকম তাৎপর্যের। যদিও মর্মবস্তুর দিক থেকে একুশের সাথে উনিশের তফাৎ রয়েছে। তবু সারা পৃথিবীর বাঙালির কাছেই শুধু নয়, বৃহত্তর রাজনীতির কোণ থেকে দেখলে এই দু'টো দিনের তাৎপর্য বাঙালির বাইরে অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছেও থাকবে। ১৯৬১ সালে সারা পৃথিবীর বঙ্গভাষী মানুষ যখন তাঁর কবিগুরুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছে, তখন বরাক উপত্যকার শিলচর শহরে এগারোজন তরুণ-তরুণী পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করলো—কবিগুরুর ভাষায়, তাঁদের নিজের মাতৃভাষায় জীবনসাধার অধিকার পাওয়ার জন্যে।

বরাক উপত্যকার ভাষাসংগ্রাম একটি বহমান ইতিহাস। ১৯৬১ সালের ১৯ মে'র পর এই ভাষা সংগ্রাম এগিয়ে গেছে ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট, ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই ও ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চের রক্তদানের মধ্য দিয়ে। একুশের সংগ্রামেরও একটি গতিধারা ছিল এবং এখনও আছে। ১৯৫২ সালের ভাষাসংগ্রাম পূর্ব বাংলায় পরবর্তী ধাপে গণতন্ত্রের সংগ্রামে উন্নীত হয়ে স্বাধিকারের সংগ্রামে পরিণত হয়ে মুক্তি সংগ্রামের দিকে এগিয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন, আজ ২০১৪ সালে এসে একুশ ও উনিশকে কীভাবে দেখবো?

আমরা জানি একুশের চেতনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে ওপারের সমাজ সংস্কৃতির নানা পরিসর জুড়ে। একুশের চেতনার অর্থ অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের চেতনা। এই 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা' নামক পারিভাষিক শব্দটি বাংলাদেশের প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণ করেছেন সচেতন ভাবেই। সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা ভারতে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ করি মূলত, তখন প্রতিবেশী বাংলাদেশে আমাদের সতীর্থ বন্ধুরা ব্যবহার করেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা শব্দটি। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি নানা সময়ে বলেছেন নানা মানুষ। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবী এমন কি সাধারণ মানুষও। সকলে বলেছেন একই কথা। তাঁদের বক্তব্য, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি এসেছে ইউরোপ থেকে, যেখানে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের একটি পর্যায়ে রাষ্ট্রের নানা স্তর থেকে চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, আমাদের উপমহাদেশে ধর্ম মানুষের পারিবারিক সামাজিক এমন কি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক জীবনে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে এখানে এক ধাক্কায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললে ধর্মীয় রাজনীতির তল্পিবাহকরা প্রগতিশীল রাজনীতি সংস্কৃতির বার্তাবাহকদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সমাজবিচ্ছিন্ন করে দেবে। এখানে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি খানিকটা অত্যধিক অগ্রবর্তী শ্লোগান হয়ে যাবে। ধর্মীয় রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দিকে যাত্রার পথে সংক্রান্তিকালীনপর্বে বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলাটাই অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশে বহুবার যাওয়ার অভিজ্ঞতায় একটা কথা বুঝতে পেরেছি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ব্যাপারটি তাঁদের দেশে শুধুমাত্র একটি ধারণার স্তরে আটকে নেই। তার একটি বাস্তবরূপ রয়েছে, যা তাঁরা নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও লালন করে চলেছেন বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে। বিষয়টিকে এ ভাবেও বলা যায় গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে এক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা পর্ব ধরে এগোতে এগোতে তাঁরা গড়ে তুলেছেন একুশের চেতনা বা অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের চেতনার অবয়বটি। এই চেতনার উন্মেষে বাংলাদেশে আজ আর ধর্মীয় উৎসব দুর্গোৎসব বা ঈদকে জাতীয় উৎসব বলা হয় না, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে আপামর বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসাবে সচেতনভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে নববর্ষকে। গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা এই প্রক্রিয়ায় নববর্ষ বাংলাদেশের বৃহত্তম জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে উনিশে মে'র তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে একটুখানি নজর দিতে হবে আসামের ইতিহাসের দিকে। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন আসামকে যুক্ত করা হয় বঙ্গদেশের সাথে। একই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন থাকায় বঙ্গদেশে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা চালু হলে আসামেও তা কার্যকর করা হয়। ১৮৩৪ সাল থেকে বাংলা ভাষাকে আসামের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হয়। সারা রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠলো অসংখ্য বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনে করণিক ইত্যাদি চাকরিতে যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালিরা এসে হাজির হলেন আসামের নানাপ্রান্তে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো সদ্যজাত অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে। একদিকে সরকারি কাজ ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলা, অন্যদিকে করণিকের চাকরিতে হাজার হাজার বঙ্গভাষী মানুষের নিয়োগ, তাঁরা ভাবলেন এই বঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাবে তাদের মাতৃভাষা অসমীয়া ও তাদের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৮৭৪ সালে বাংলা ভাষা প্রত্যাহৃত হল। কিন্তু আতঙ্ক রয়েই গেল। নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি গ্রাস হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই জন্ম নিল মধ্যবিত্ত সমাজে বাঙালি বিদ্বেষ। আরো স্পষ্ট ভাবে বললে, এই বাঙালি বিদ্বেষ লালন করার মধ্য দিয়েই আসামে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করলো। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাথে সাধারণ অসমীয়া সমাজের যোগাযোগ ঘটতো বঙ্গভাষী কেরানিকুলের মাধ্যমেই। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি স্থানীয় মানুষের কিছু অংশ চালিত হতো বাঙালিদের প্রতিও। এ ছাড়াও বাংলা থেকে আলাদা করে আসামকে পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠন করা হলে আসামের রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করার জন্যে ব্রিটিশ প্রশাসন যে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা-ও রাজ্যে বাঙালি বিদ্বেষের আবহে আরো নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে বঙ্গদেশের দু'টি রাজস্ব উদ্বৃত্ত অঞ্চল, সিলেট জেলা ও রংপুর জেলার গোয়ালপাড়া মহকুমাকে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। আসামের স্থানীয় মানুষ জলাজমিতে চাষ করতে জানতেন না, আর অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় জমির ক্ষুধায় দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক সমাজ অস্থির হয়ে আছে। রাজ্যের খাদ্য উৎপাদনে নতুন জোয়ার আনার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন পূর্ব বাংলা থেকে ভূমিহীন কৃষকদের এনে বসতি দিল আসামে। আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পালে নতুন বাতাস লাগার আশায় প্রথম অবস্থায় অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের পুরোধারা ব্রিটিশ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগতই জানিয়েছিলেন। আসামের খাদ্য উৎপাদন বেড়ে গেল দ্রুত গতিতে। শূন্য থেকে শুরু করে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে আসামের ১,০৬,০০০ একর জমি পাটচাষের আওতায় চলে এল। কিন্তু এর অনুষঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ভূমিহীন কৃষকের জনসংখ্যাও বাড়তে লাগল পাল্লা দিয়ে। ১৯০৪-১১ সময়সীমায় পূর্ববঙ্গীয় কৃষকের সংখ্যা ছিল ৫৪,০০০। ১৯২১-৩১ সময়সীমায় তা দাঁড়াল ৫,৭৫,০০০-এ। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার আনন্দ মুছে গেল অসমীয়া মধ্যশ্রেণির মন থেকে, গ্রাস করলো নিজ দেশে পরবাসী হবার আতঙ্ক। প্রশাসনে বাঙালিদের আধিপত্য খর্ব করা, পূর্ববঙ্গ থেকে কৃষকদের জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার জোরালো দাবি উঠলো। অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা সংগঠন দাবি তুললো নানা ধরনের, সবগুলিরই সাধারণ উদ্দেশ্য বাঙালিদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করা। ১৯২০ সালে চালু হল 'কুখ্যাত লাইন প্রথা'। আসামের মূলভূমিতে বহিরাগত বাঙালি কৃষকদের বাধ্য করা হল চর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে। চর এলাকার বাইরে তাদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ হল। যাদের হাড়ভাঙা শ্রমে আসামের বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ফললো, তাদের ঠেলে দেওয়া হল নদীর চরে। নদীচরের ভাঙা-গড়ার মতোই অনিশ্চিত হয়ে পড়লো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ণবিদ্বেষী শাসনে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্ল্যাক টাউনশিপের ঘেটো ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে আসামের পার্থক্য এটাই—দক্ষিণ

—এরপর চারের পাতায়

এক ডজন প্রশ্ন

১ ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু কে আবিষ্কার করেন? কবে কোথায় গবেষণা করে তিনি সফল হন? তিনি কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

২. স্বাধীন ভারতে প্রথম কবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে লোকসভা অধিবেশন বসেছিল?

৩. ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন কবে শেষ হয়? কত দফায় নির্বাচন হয়? এই নির্বাচনে রাজনৈতিক সংঘর্ষে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল? কবে ফলাফল ঘোষিত হয়?

৪. ভারতের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন কবে শেষ হয়? কত দফায় নির্বাচন হয়? কবে ফলাফল ঘোষিত হয়?

৫. পারাগুয়ে দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায় অবস্থিত?

৬. ইজরাইল রাষ্ট্র কবে গঠিত হয়? ইজরায়েল কোন মহাদেশে? রাজধানী কোথায়?

৭. 'স্মল পকস্'-এর টিকা কে কবে আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল?

৮. প্রথম এভারেস্ট জয়ীদের অন্যতম তেনজিং নোরগে কোথায় কবে জন্মান? কবে এভারেস্ট জয় করেন? মৃত্যু কবে?

৯. কারা কবে প্রথম অস্কার পুরস্কার চালু করে? যে ট্রফিটি দেওয়া হয় তার নকশা কে করেন?

১০. প্রথম কোন মহিলা পর্বতারোহী কবে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন?

১১. কবে প্রথম দু'জন বাঙালি পর্বতারোহী এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন? কে কে?

১২. কবে প্রথম বাঙালি (পশ্চিমবঙ্গ) মহিলা পর্বতারোহী এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন? কে তিনি?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পাঠকের কলম —— মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

শিবশংকরের মতো একজন কমিউনিস্ট কী করে কংগ্রেসের সদস্য হন?

১২ মে'র 'নতুন চিঠি' তে শহিদ শিবশংকর চৌধুরীর জীবনপঞ্জিতে লেখা হয়েছে ১৯৩৮-এ তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং ১৯৪০-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের বর্ধমান জেলা সভাপতি হন। প্রশ্ন এই, তিনি কি ১৯৪০-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন? না হলে, একজন কমিউনিস্ট কি করে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হবেন?

একই দিনে প্রকাশিত 'খোয়াই'-এর আলোচনাসভা শীর্ষক সংবাদে সঞ্চালকদের নাম ভুল লেখা হয়েছে। ওঁদের সঠিক নাম হবে মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জরিতা চক্রবর্তী।

—**মৈনাক মুখোপাধ্যায়**

সম্পাদকের মন্তব্য : ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪২-এর ২৩ জুলাই পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়কালে গোপন কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় তার সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করে সোস্যালিস্ট কংগ্রেসগোষ্ঠীর সঙ্গে থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলা এবং নিজের প্রভাবসীমা বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হবে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে নয়, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থেকেই শিবশংকর চৌধুরী কংগ্রেসের বর্ধমান জেলা সভাপতি হিসাবে প্রকাশ্যে কাজ করেন। এমনটা আরও অনেক কমিউনিস্ট নেতাকেই করতে হয়েছে। 'খোয়াই'-এর আলোচনাসভার সঞ্চালকের নামে মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিধানসভা অনুযায়ী এক নজরে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল

৩৮ বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র (তপঃ)

বিধানসভা কেন্দ্র	CPI(M) ঈশ্বরচন্দ্র দাস	INC চন্দনা মাঝি	BSP মুকুল বিশ্বাস	BJP সন্তোষ রায়	TMC সুনীল কুমার মণ্ডল	SUCI কালীচরণ সর্দার	JDP পিযুষ কুমার সাহানা	JDM প্রশান্ত বাগ	JMM স্বপন মালিক	বৈধ ভোট	বাতিল	নো-টা	মোট
২৬১-রায়না (তপঃ)	৭০,০২৩	৩,২০০	৬৪৪	১৪,৯৯২	১,০৩,৭১৮	১,১৩১	৬৮৮	৪৭৮	১,৩২৪	১,৯৬,১৯৮	০	১,৭০৭	১,৯৭,৯০৫
২৬২-জামালপুর(তপঃ)	৭১,২৯১	৩,৬৭৩	৬৯১	২০,৭৭৫	৮২,১১১	১,০৪৭	৬২৫	৬১২	১,৫৭৮	১,৮২,৪০৩	০	১,৯৮২	১,৮৪,৩৮৫
২৬৪-কালনা (তপঃ)	৬৩,৫৯৬	৫,৪৬২	৭১৬	২২,৯৬১	৮৩,৩৪৭	৯৭৫	১,১৬০	৩৭৯	১,১৫৭	১,৭৯,৭৫৩	০	২,২৬১	১,৮২,০১৪
২৬৫-মেমারি	৭৭,২৮৩	৬,৩৩০	৮১৬	২১,৯৭৬	৮২,২৯১	৯৯০	৮২১	৪৬৫	১,৪২৮	১,৯২,৪০০	০	২,০৬৪	১,৯৪,৪৬৪
২৬৮-পূর্বস্থলী দক্ষিণ	৫৬,৭২৪	৪,৩৫৪	৬৭৮	২৪,৩০৪	৯৪,২১৬	১,০৮৫	১,০৩০	৩৭৩	১,০৬৯	১,৮৩,৮৩৩	০	১,৭৭৮	১,৮৫,৬১১
২৬৯-পূর্বস্থলী উত্তর	৫৯,৮৮৯	৫,০২৫	৮৩৩	৩৫,০৮২	৭৫,৭৪৭	১,২১০	৯৫২	৫০৫	১,৩৭৫	১,৮০,৬১৮	০	১,৫৯৮	১,৮২,২১৬
২৭০-কাটোয়া	৬১,১০৫	৪০,৮০৫	১,০৫৮	৩০,৬৩২	৫২,৮৮৫	১,৫৪২	৬৪৩	৫৯৮	১,৭৩৫	১,৯১,০০৩	০	২,৫৫৪	১,৯৩,৫৫৭
পোস্টাল ব্যালট	২৭০	৩৫	৬	১০৬	২৪৫	১	০	০	০	৬৬৩	৩১৮	৭	৬৭০
মোট	**৪,৬০,১৮১**	**৬৮,৮৮৪**	৫,৪৪২	**১,৭০,৮২৮**	**৫,৭৪,৫৬০**	৭,৯৮১	৫,৯১৯	৩,৪১০	৯,৬৬৬	**১৩,০৬,৮৭১**	**৩১৮**	**১৩,৯৫১**	**১৩,২০,৮২২**

৩৯ বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র

বিধানসভা কেন্দ্র	INC প্রদীপ অগস্তী	BJP দেবশ্রী চৌধুরী	TMC ডা. মমতাজ সংঘমিতা	BSP মহম্মদ হারুন	CPI(M) সেখ সাইদুল হক	BMP ডা. ধনপতি দাস	SUCI সুনীল কুমার পুরোকাইত	নির্দল সারদামণি সামন্ত	বৈধ ভোট	বাতিল	নো-টা	মোট
২৬০-বর্ধমান দক্ষিণ	৫,৮৮৬	৪৭,৭০৬	৮৫,২৩৪	১,১৫২	৪১,৮৪৬	৬৫৪	১,২৩৪	৬২৭	১,৮৪,৩৩৯	০	২,৭৬৪	১,৮৭,১০৩
২৬৩-মন্তেশ্বর	৫,৫৬৫	১৭,১৩৩	৮৫,২৩২	১,৪৫৬	৬৮,৭৮৪	৯৭৪	১,০২০	৫৮৮	১,৮০,৭৫২	০	১,৬৩৬	১,৮২,৩৮৮
২৬৬-বর্ধমান উত্তর(তপঃ)	৪,৯৬৭	২৩,৪৫৪	৯৪,৭৫৯	১,৫৪৯	৭৫,০৬০	৯২৬	১,১৮১	৬৬৪	২,০২,৫৬০	০	১,৯৪০	২,০৪,৫০০
২৬৭-ভাতাড়	৪,০৭০	১৯,৭৩৬	৮৫,৮৮৪	১,৫৬৬	৭১,৬৬৬	৯৯৯	১,০২৪	৬৫৫	১,৮৫,৬০০	০	১,৬২৫	১,৮৭,২২৫
২৭৪-গলসি (তপঃ)	৭,৬২২	৩২,৪৯৮	৭৩,৭৭৫	৩,৬৯০	৭১,৮৫১	১,২৮৩	৮৭১	১,০০৪	১,৯২,৫৯৪	০	২,৩৫৫	১,৯৪,৯৪৯
২৭৬-দুর্গাপুর পূর্ব	৮,১৩২	৪০,১৩৯	৬৪,৫৯৯	১,১৫৮	৬৩,৩৬২	৮৬৫	৯০৭	৬১৫	১,৭৯,৭৭৭	০	৩,১৪৭	১,৮২,৯২৪
২৭৭-দুর্গাপুর পশ্চিম	৮,১০৬	৫৫,৫৩১	৬৩,৮১৮	১,৩০৬	৫৫,৪৩৪	৯৬০	১৩৪১	৮২৮	১,৮৭,৩২৪	০	৩,৩৫৭	১,৯০,৬৮১
পোস্টাল ব্যালট	৩২	২৬১	৫৯৫	৫	৫২৮	২	১	১	১৪২৫	৪৯০	২৮	১৯৪৩
মোট	**৪৪,৩৮০**	**২,৩৬,৪৫৮**	**৫,৫৩,৮৯৬**	**১১,৮৮২**	**৪,৪৮,৫৩১**	৬,৬৬৩	৭,৫৭৯	৪,৯৮২	**১৩,১৪,৩৭১**	**৪৯০**	**১৬,৮৫২**	**১৩,৩১,৭১৩**

৪০-আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র

বিধানসভা কেন্দ্র	INC ইন্দ্রানী মিশ্র	BSP জড়াসন্ধ সিন্‌হা	TMC দোলা সেন	CPI(M) বংশগোপাল চৌধুরী	BJP বাবুল সুপ্রিয়	BMP অতুলচন্দ্র বাউরি	SUCI অনন্তলাল গুপ্ত	JM কানাই ব্যানার্জী	JK বুড়ো মুর্মু	GAP মহম্মদ মুস্তাকিম	ML মহম্মদ রিয়াজউদ্দিন	নির্দল জ্যোতির্ময় মাইতি	নির্দল মানস সরকার	নির্দল সুজিত কর	বৈধ ভোট	বাতিল	নো-টা	মোট
২৭৫-পাণ্ডবেশ্বর	৪,৪৪৩	৭০৫	৫৩,৯২৪	৪৪,২১৭	৩২,৮১০	৬৭৩	৯৮৩	৯৫৬	২৮৮	২৮৫	৪২৭	১,৩৫৪	২,১৩৮	৬৭২	১,৪৩,৮৭৫	০	১,২৩৩	১৪৫১০৮
২৭৮-রানিগঞ্জ	৪,৯৮৭	৬৫৬	৪৮,৭৬৬	৪৫,৩৬১	৬১,৭৫৮	৫২৮	৩১৭	৭২৭	২৯৯	৩১৫	৭৫৫	১,৬৯০	২,১৭৯	৬৭২	১,৬৯,০১০	০	১,৫২৮	১৭০৫৩৮
২৭৯-জামুড়িয়া	৪,০১৫	৭২৩	৪৭,৪৭২	৪৭,৭৩৫	৩৮,৩২২	৬১৯	৩৭৫	১,২৪৭	৪১২	৩৮৭	৫৮০	১,৩৭২	১,৮৮৪	৬৯৮	১,৪৫,৮৪১	০	১,৫৭৬	১৪৭৪১৭
২৮০-আসানসোল দক্ষিন	৬,৬৭১	৭৩৩	৫৫,৩৫৩	৩৩,২১৪	৭৬,৪১৫	৭২৭	৩২৭	৭২২	৪৬২	৩৭০	৮০৮	১,৭২৯	২,২৬৩	৭৯৭	১,৮০,৫৯১	০	১,৮৪৩	১৮২৪৩৪
২৮১-আসানসোল উত্তর	৮,৫২৩	৫২৭	৫৪,৭৮৪	২৪,৪৭৫	৭৯,৭৪৮	৪৭৯	২৪৩	৩৯৭	২৩৪	৩০৯	৮৭৩	১,২৯৬	১,৯৮৪	৭৪৬	১,৭৪,৬১৮	০	১,৬৭৭	১৭৬২৯৫
২৮২-কুলটি	১০,২৬৪	৫৯৮	৪০,৫৬৩	১৮,৬২৫	৮০,৮৪৮	৬৯২	৩৩৩	৫৪৯	৩৬৫	৪৩৯	৯৯৭	১,৪১৬	১,৯৬৪	৭০০	১,৫৮,৩৫৩	০	১,৬২২	১৫৯৯৭৫
২৮৩-বারাবনি	৯,৫৯৬	৭২১	৪৮,৫৭৩	৪২,১৭৯	৪৯,৯৮৬	৫৩৮	৫৩৭	১,১৩০	৩৭৪	৩৪৪	৫০৭	১,৩৭০	১,৮৫০	৭৩১	১,৫৮,৪৩৬	০	১,৯৯৬	১৬০৪৩২
পোস্টাল ব্যালট	৩	০	৬৮	২৩	৯৬	০	০	০	০	১	০	০	১	০	১৯২	৭২	৪	২৬৮
মোট	**৪৮,৫০২**	৪,৬৬৩	**৩,৪৯,৫০৩**	**২,৫৫,৮২৯**	**৪,১৯,৯৮৩**	৪,২৫৬	**৩,১১৫**	৫,৭২৮	২,৪৩৪	২,৪৫০	৪,৯৪৭	**১০,২২৭**	**১৪,২৬৩**	**৫,০১৬**	**১১,৩০,৯১৬**	**৭২**	**১১,৪৭৯**	**১১৪২৪৬৭**

৪১-বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র

বিধানসভা কেন্দ্র	TMC অনুপম হাজরা	BJP কামিনী মোহন সরকার	CPI(M) ডোম রামচন্দ্র	INC তপন কুমার সাহা	সমীরণ দাস	বিজয় দলুই	সঞ্জিব মালিক	বৈধ ভোট	নো-টা	মোট
২৭১-কেতুগ্রাম	৮৫,৫৭৯	২৫,১১৬	৫২,১২৪	১৩,৮৯২	৯৫২	১,১২০	৯৮০	১,৭৯,৭৬৩	২,১৭৯	১,৮১,৯৪২
২৭২-মঙ্গলকোট	৮৭,৪৯৯	২১,৪১৩	৬৩,৪০৫	৯,২২৪	৮৫৯	৮৮৭	৮৪০	১,৮৪,১২৭	২,২৩৬	১,৮৬,৩৬৩
২৭৩-আউশগ্রাম (তপঃ)	৮৬,৭৮২	২০,৫৭৮	৬৮,০৬২	৪,৭৬৬	৭৭৪	৭৭৯	৮৫৬	১,৮২,৫৯৭	২,৭৮৬	১,৮৫,৩৮৩
মোট	২,৫৯,৮৬০	৬৭,১০৭	১,৮৩,৫৯১	২৭,৮৮২	২,৫৮৫	২,৭৮৬	২,৬৭৬	৫,৪৬,৪৮৭	৭,২০১	৫,৫৩,৬৮৮

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র : ২৫৯ খণ্ডঘোষ (তপঃ) বিধানসভা

বিধানসভা কেন্দ্র	TMC সৌমিত্র খান	BSP জগদানন্দ রায়	BJP জয়ন্ত মণ্ডল	INC নারায়ণচন্দ্র খান	CPI(M) সুস্মিতা বাউরি	BMP জয়দেব বাউরি	SUCI(C) সদানন্দ মণ্ডল	নির্দল তরণী রায়	নির্দল দিনেশ লোহার	বৈধ ভোট	বাতিল	নো-টা	মোট
২৫৯ খণ্ডঘোষ(তপঃ)	৯০,৪১৩	১,১৮৯	১৭,১৩৫	৩,৯৫৮	৬৭,৭৬২	৮৪০	৪৬৬	৮২৫	৫৮২	১,৮৩,১৭০	০	২,২৮০	১,৮৫,৪৫০
মোট	**৯০,৪১৩**	**১,১৮৯**	**১৭,১৩৫**	**৩,৯৫৮**	**৬৭,৭৬২**	**৮৪০**	**৪৬৬**	**৮২৫**	**৫৮২**	**১,৮৩,১৭০**	**০**	**২,২৮০**	**১,৮৫,৪৫০**

বিধানসভা উপ-নির্বাচন

২৭৪ গলসি বিধানসভা (তপঃ)

বিধানসভা কেন্দ্র	TMC- গৌরচন্দ্র মণ্ডল	FB- নন্দলাল পণ্ডিত	BJP- সুন্দর পাশওয়ান	INC-স্বপন মালিক	নো-টা	মোট
২৭৪-গলসি (তপঃ)	৬১,০১৮	৫৪,৪৭৪	২৯,৯১৬	৭,০১৪	২,৭৬৭	১,৫৫,১৮৯

উনিশ ও আমরা

—দ্বিতীয় পাতার পর

আফ্রিকার ঘেটো আন্তর্জাতিক ভাবেই বর্ণবিদ্বেষ নামে নিন্দিত ও ঘৃণিত, আসামের লাইন প্রথাকে এখনও বহু প্রগতিশীলেরা অভিহিত করেন অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে। আসামের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীও ছিলেন এই কুখ্যাত লাইন প্রথার উগ্র সমর্থক। স্বাধীনতার সময় গণভোটের মধ্য দিয়ে আসামের রাজস্ব সমৃদ্ধ জেলা সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অসমীয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা। এই ঘটনায় তারা বিজয়ের অনুভূতি পান।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতা সারা দেশে সাধারণ মানুষের মনে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দিলেও আসামের অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে তা এনে দিয়েছিল বঙ্গভাষীদের প্রভাব থেকে মুক্তির আনন্দ। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ, জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভাষণ, এমনকি আসাম বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ—সবকিছুতেই ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির চেয়ে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ।

১৯৪৭-এর ২০ জুলাই আসামের প্রধান সংবাদপত্র 'দ্য আসাম ট্রিবিউন' লিখল—

''চিরজাগ্রত থাকার মূল্যেই মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষিক সমস্ত বিচারে আসামের প্রত্যেক অনসমীয়া মানুষ বিদেশি। ... ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পর যারা ব্যবসায়িক বা অন্যকাজে আসামে এসেছে, তারা সকলেই বহিরাগত। এই বহিরাগতরা আগামী দিনের স্বাধীন আসামে কোনও বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে এমন আশা করার কোনও কারণ নেই।''

প্রায় একই সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ এক জনসমাবেশে বলেন— নিঃসন্দেহে আসাম অসমীয়াভাষীদের রাজ্য। ১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর আসাম বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দরী বলেন— ''আসামের স্থানীয় মানুষরাই এখন নিজেদের রাজ্যের প্রভু। ... এখন তারা অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসার সহ তাদের সতীর্থ ট্রাইবেল জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। ভাঙালিরা চাইলেও এখন আর আসামের পাহাড় ও সমতলের মানুষের ওপর কিছু চাপাতে পারবে না, কারণ এখন তারা ক্ষমতাহীন। বাঙালিদের সম্পর্কে এমন ধারণার ভিত্তি যে ভয়, সেই ভয়ের এখন আর কোনও কারণ নেই। যতক্ষণ না এই বহিরাগতরা আমাদের প্রতি বশ্যতা প্রকাশ করছে ততক্ষণ এঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে, আমি আপনাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।''

এই তথাকথিত বিদেশিদের অসমীয়াকরণই হয়ে দাঁড়ালো এর পরবর্তী দশকগুলির আসামের শাসকশ্রেণির সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রধান নীতি। এর সূত্র ধরেই আসামের জনবিন্যাস নিজেদের স্বার্থে পরিবর্তিত করার জন্য আদমশুমারিতে রাজনেতিক হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়ালো আসামের শাসকশ্রেণির প্রধান রণকৌশল। আসামের জনসংখ্যার ভাষিক বিন্যাসে রাতারাতি ঘটে গেল প্রায় 'অলৌকিক' পরিবর্তন। 'অলৌকিক' শব্দটি ব্যবহৃত হল, কারণ সমাজবিজ্ঞানীরা একে 'ডেমোগ্রাফিক মিরাকল'-ই বলেছেন। ১৯৩১-এর আদম শুমারিতে আসামে অসমীয়াভাষীর অনুপাত যেখানে ছিল ৩১.৪ শতাংশ, মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে ১৯৫১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ৫৬.৭ শতাংশ-এ। পূর্ববঙ্গাগত বাঙালি মুসলমান কৃষকরা, যারা আসামকে শস্য শ্যামলা করেছে, তারা রাতারাতি নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা ত্যাগ করে নিজেদের অসমীয়াভাষী হিসাবে পরিচয় দিতে বাধ্য হল। বলাবাহুল্য, এটি কোনও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঘটা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত নয়। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতির অধিকার হরণ করে নেওয়ার জঘন্যতম উদাহরণ। এই দরিদ্র বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুত্ব নিয়ে এমনভাবে ষড়যন্ত্র সাজানো হয়েছিল যে, তখন এর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না। ভাষিক আগ্রাসনের এই অভূতপূর্ব নজিরকেই আসামের অসমীয়া শাসকশ্রেণি অভিহিত করেছে 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়' হিসাবে।

এবার ফিরে আসা যাক গোড়ার কথায়। ভাষা রাজনীতির এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনকে মূল্যায়ন করা হবে কোন্ নিরিখে? 'উনিশের চেতনা'কে এখনও আসামের ভাষা রাজনীতির ইতিহাসের আলোয় সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। দায়সারাভাবে উচ্চারিত হওয়া এই শব্দটিই যে ভাষার রাজনীতির আবর্তে জর্জরিত আসামে ভাষিক ঐক্যের নতুন পথ দেখাতে পারে সে সম্পর্কে ভাবার সময় এসেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই বহুভাষিক আসামে শাসক শ্রেণি ছলে বলে প্রচেষ্টা চালিয়েছে আসামকে একভাষী হিসেবে একীকরণ করার। এর উত্তরে ষাট, সত্তর বা আশির দশকের বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের মূল অভিমুখই ছিল আসামের বহুভাষিক সত্তাকে তুলে ধরার। ফলেই 'উনিশের চেতনা' প্রকৃতপক্ষে বহুত্বের চেতনাই। উনিশের চেতনা একটি বহুভাষিক সামাজিক পরিসরের শরিক সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর নিজের ভাষা চর্চার চেতনা।

১৯৬১ সালের ১৯ মে, ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট, ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই, ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চ সেই সংগ্রামের নানা রক্তাক্ত দিনের নাম। বহমান সেই ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শহিদ দিবস ১৯ মে। একুশে ফেব্রুয়ারি যদি ঘরে ফেরার দিনের নাম হয়, তবে উনিশে মে বুকের মাঝে বহুত্বময় বিশ্বের অনুরণনের দোলায়িত ছন্দের নাম। একুশ যদি ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের প্রত্যাখান হয়, তবে উনিশ আসামের বহুভাষিক বহুসাংস্কৃতিক পরিসরে শাসকশ্রেণির উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাষানীতির বিরুদ্ধে বহুভাষিকতার নীতির, প্রত্যেকটি ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্য নাম।

লোকসভা নির্বাচন : আসানসোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৭ মে : ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন পর্বের বর্ধমান জেলার আসানসোল লোকসভা ভোট গণনা কেন্দ্রে (সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল) ভোট গণনা শেষে দেখা গেল এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় বড়াল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দোলা সেনকে ৭০, ২৬০ ভোটে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। ইন্দ্রানী মিশ্র-এর মোট প্রাপ্ত ভোট দাঁড়ায় ৪৮,৪৭৯। একইভাবে টি এম সি-র দোলা সেন-এর ৩,৪৯,৪০৮। সি পি আই(এম)-এর বংশ গোপাল চৌধুরীর ২,৫৫,৭৭৯ এবং বি জে পি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় বড়াল পেয়েছেন ৪,১৯, ৬৬৮। উল্লেখ্য যে বারাবনি কেন্দ্রের একটি ই ভি এম মেশিন খোলা না যাওয়ায় উক্ত মেশিনে রক্ষিত ৩১৯টি ভোট গণনা ছাড়াই এই ফল নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে। এই চার প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার বিচারে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস, টি এম সি, সি পি আই(এম) এবং বি জে পি প্রার্থীর শতকরা ভোট মিলেছে যথাক্রমে ৪.৫১, ৩২.৫৫, ২৩.৮৩ এবং ৩৯.০৯।

২০১১ বিধানসভা ভোটে আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভায় কংগ্রেসের কোন প্রার্থী ছিল না। তৃণমূল এককভাবে কংগ্রেসের সাথে জোট প্রার্থী দেয় এবং তাদের প্রাপ্ত ভোট হয় ৫,৩৩,৬৭১ (৫১.৬৩%)। ওই সময় সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪,২৮,১২৭ (৪১.৮৪%)। বিজেপি তথা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাপ্ত মোট ভোট ছিল ৪০,১৮২ (৩.৯%) এবং অন্যান্য দল বা প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট ছিল ২৬,৯৯৯ (২.৬২%)।

২০১৪ কংগ্রেস, তৃণমূল বিভাজন সত্ত্বেও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের শক্তি ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে ছিল ৪১.৮৪ শতাংশ, কমে তা হয় ২৩.৮৩ শতাংশ। সেই তুলনায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বন্ধন ভোটের হিসাব করলে এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শক্তি (তৃণমূল + কংগ্রেস) ক্ষয় হয়েছে ১৪.৫৭ শতাংশ। স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূল নেত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য আসানসোলের নেতৃত্বকে চরমপত্র দিয়েছেন। শতাংশ হারে বামেদের ভোট কমেছে এখানে প্রায় ১৮.০১ শতাংশ।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হল কলেজকর্মীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : 'বদলা নয় বদল চাই'। পরিবর্তনের পর থেকেই বদলা শুরু হয়েছে সমানে। সন্ত্রাস, মিথ্যা মামলায় বামপন্থীদের ফাঁসানো চলছে। বর্ধমানে ঐতিহ্যবাহী রাজকলেজেও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলো রাজ কলেজের বড়বাবু বুদ্ধদেব মণ্ডলকে। টি এম সি পি-র এক ছাত্রীর মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো বুদ্ধদেব মণ্ডলকে।

এলাকায় স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং রাজকলেজে জনপ্রিয় কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজে। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ছাত্র-ছাত্রী সকলেই এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। ১৮ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকার পর ১৯ মে তিনি জামিন পেয়েছেন।

১৩ মে রাজকলেজের পার্ট ওয়ানের ছাত্রী পারমিতা আঢ্য টি এম সি পির কর্মী হারিয়ে যাওয়া বিল বই আনতে যান বড়বাবু বুদ্ধদেব মণ্ডলের কাছে। সেইসময় কলেজের অন্যান্য ঘরে খাতা দেখছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ঠিক তার আধ ঘন্টা আগেই এক সাংবাদিকও বসেছিলেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অফিস চেম্বারে বসে আছেন। হঠাৎ ছাত্রীটি বড়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর কাছে। উপস্থিত সকলেই হকচকিয়ে যান। সংসদের তিন পদাধিকারী শেখ সঞ্জয়, সায়ন সেন ও আজাহারউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বুদ্ধদেববাবুকে টাকা দিয়ে মিটমাট করে নিতে বলেন। বুদ্ধদেববাবু রাজি না হওয়ায় ছাত্রীটির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ পুলিশ ডেকে গ্রেপ্তার করান।

এই ঘটনায় অনেক প্রশ্ন ভিড় করেছে মানুষের মনে। ছাত্রীটির যদি বিল বই হারিয়ে যায় তাহলে অধ্যক্ষর কাছে না গিয়ে বড়বাবুর কাছে গেল কেন? আগে থেকেই ওখানে এক সাংবাদিক বসেছিলেন কেন? ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে টি এম সি পির ছাত্র সংসদ ইউনিয়নের নেতৃত্বের একাংশ ঐ সাংবাদিকের কাছে নিয়ে যান। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছাত্রীটি চেঁচামেচি বা কান্নাকাটি করলো না কেন? পাশেই অনেক শিক্ষক খাতা দেখছিলেন। বিল বই নিতে হলে টাকা জমা দিতে হয় ব্যাঙ্কে—সেখানে টাকা জমা না দিয়ে বুদ্ধদেববাবুর কাছে গেল কেন?

বড়বাবু হলেও বুদ্ধদেববাবু ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব সামলাতেন। সংসদের একাংশ তাঁর কাজে খুশি। তিনি কলেজের অহেতুক টাকা নয়ছয়ের বিপক্ষে থাকতেন। এই কাজে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর স্বচ্ছতায় কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি। এমনকি এই সাজানো ঘটনায় সকলেই তীব্র নিন্দা করেছে অভিযোগকারিণী ছাত্রীটির বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী সমিতি এবং শিক্ষক সংগঠন মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর বিরুদ্ধে এস পির কাছে ডেপুটেশন দেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মৃণাল দাস এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কলেজ কর্মচারী আন্দোলনের নেতা বুদ্ধদেব মণ্ডলের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তা না হলে সারা রাজ্যে আন্দোলন ছড়াবে। সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

ঘটনার কথা অস্বীকার করেন রাজকলেজের বড়বাবু বুদ্ধদেব মণ্ডল। তিনি জানান আমি সি পি আই(এম)-কে সমর্থন করি এবং কলেজ শিক্ষাকর্মী সংগঠনের নেতা। তাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে একাংশ। ওই ছাত্রীটিকে কলেজে ভর্তি আমিই করিয়ে দিই। তার সঙ্গে কন্যার মতোই ব্যবহার করি। বুদ্ধদেববাবুর স্ত্রী বর্ণালী মণ্ডল জানান ওকে ফাঁসানো হয়েছে। কলেজের দু-একজনের প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে একাজ করা হয়েছে।

জন্মদিনে

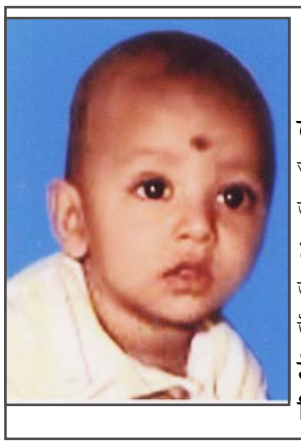

শ্রীমঙ্গলদীপ বেতাল,

আমাদের অতি আদরের দীপ, তোমার সপ্তম জন্মদিনে (জন্মদিন—২৪.০৫.২০০৭, বাংলা ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪) তোমাকে স্নেহাশীষ জানাই। তোমার দীর্ঘ জীবন, সুস্থদেহ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, জেঠু, বাবা, জেঠিমা, পিসেমশাই, পিসিমায়েরা, দাদা ও দিদিরা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বৈজ্ঞানিক রোনাল্ড রস, ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট, কলকাতায়, ১৯০২ সালে; ২। ১৯৫২ সালের ১৩ মে; ৩। ২০০৯ সালের ১৩ মে, ৫ দফা, ৬৫ জন, ২০০৯ সালের ১৭ মে; ৪। ১৩ মে ২০১৪ সাল, ৭ দফা, ১৬ মে; ৫। দক্ষিণ আমেরিকা, ১৮১১ সালের ১৪ মে, আসুন-সিয়ন; ৬। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, এশিয়া, তেলআবিভ; ৭। ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার, ১৭৯৬ সালের ১৪ মে, ১৭৪৯ সালের ১৭ মে; ৮। ১৯১৪ সালের ১৫ মে নেপালের সোলো খুমবুতে, ২৯-৫-১৯৫৩, মৃত্যু ৯-৫-১৯৮৬; ৯। লস অ্যাঞ্জেলসের পিকচার্স আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স, ১৯২৯ সালের ১৬ মে, সেড্রিক গিবনস; ১০। জাপানের অভিযাত্রী জুনকো তাবেই, ১৯৭৫ সালের ১৬ মে; ১১। ২০১০ সালের ১৭ মে, বসন্ত সিংহ রায় এবং দেবাশিষ বিস্বাস; ১২। ২০১৩ সালের ১৮ মে, ছন্দা গায়েন।

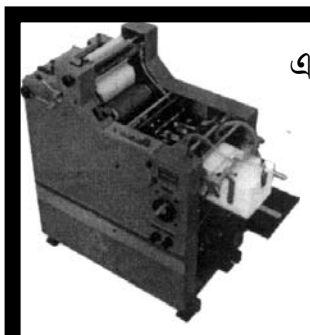

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

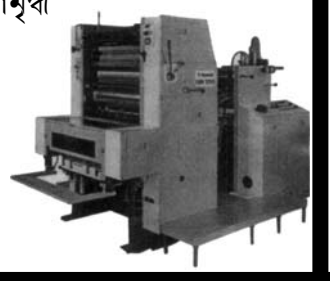

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা